APR. 04

ভোলায় শিক্ষক সমিতিকে ঘুষ দিয়ে নিম্নমানের গ্রামার বই সরবরাহ

অমিতাভ অপু, *ভোলা থেকে*

ভোলায় বিভিন্ন বই প্রকাশক কোম্পানি স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তাদের উচ্চহারে ঘুষ দিয়ে নিম্নমানের লেখা গ্রামার বই উচ্চহারে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিক্রি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ পদ্ধতিতে কোম্পানিগুলোর রমরমা ব্যবসা চলছে বলেও সূত্র জানায়। ফলে শিক্ষার মান দিন দিন ভেঙে পড়ছে। সূত্র জানায়, ঢাকার ৭টি কোম্পানি ভোলার বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষক সমিতির সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে তাদের স্ব-স্ব কোম্পানির বই ওইসব এলাকায় বিক্রি করেন। কন্ট্রাক্ট পদ্ধতিতে আবার ইজারা ডাক তোলা হয়। যে কোম্পানি যত বেশি টাকা সমিতির ফাণ্ডে জমা দিবে, তারাই ডাক পাবে। ডাক পাওয়ার পর ওইসব কোম্পানি যতনিম্ন মানের বই উঁচু দামে বিক্রি করলেও শিক্ষক সমিতির কোন মাথা ব্যথা নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সমিতির কর্মকর্তা জানান, এ বছর ৮০ হাজার টাকার বিনিময়ে বুক কোম্পানি ভোলা সদরে, মৌসুমী বুক ৫২ হাজার টাকায় দৌলতখানে, ১ লাখ টাকায় চরফ্যাশনে, ৫৫ হাজার টাকায় বোরহান উদ্দিনে, গ্লোব কোম্পানি ৬০ হাজার টাকায় লালমোহনে, আলম বুক ৩৫ হাজার টাকায় তজুমদ্দিনে ডাক পেয়েছে।

এছাড়া ভোলা সদর উপজেলায় সমিতির বিদ্রোহী অপর একটি গ্রুপ স্ব-স্ব স্কুলের ক্ষেত্রে সরাসরি কন্ট্রাক্ট করেন। এ ক্ষেত্রে ভোলা এ রব স্কুল আলম বুক হাউস থেকে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছে। ব্যাংকের হাটসহ আরও কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা ৮/১০ হাজার টাকায় কোম্পানির কাছে বিক্রি হয়ে যান। এসব ব্যাপার এখন ওপেনসিক্রেট। ফলে কোম্পানিগুলো বইয়ের গায়ে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী দাম বসিয়ে দেয়। ইংরেজি ও বাংলা গ্রামারের বেলায় এসব ঘটনা ঘটছে। ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বই কেনা নাগালের বাইরে চলে যায়। ৬ষ্ঠ/৭ম শ্রেণীর একটি ব্যাকরণ বইয়ের দাম ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত রয়েছে। অথচ এর চেয়ে দাম কম এবং ভাল লেখকের বই বাজারে থাকা সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীরা কিনতে সাহস পাচ্ছে না। জেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, এ ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। ফলে কোন তদারকি না থাকায় ভোলা জেলাব্যাপী শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নের দিকে যাচ্ছে বলে জেলা প্রশাসনের এক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে।